PLSA

Project 5th Sem (2021-22)

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের তুলনা

British Cabinet and American Cabinet : Compared

মার্কিন ক্যাবিনেটের সহিত ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেটের তুলনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়,

সাদৃশ্য (Similarities):

(i) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট উভয়েই প্রথাগত ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, তাদের কোনো আইনগত সাংবিধানিক ভিত্তি নেই।

(ii) ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট সদস্যগণকে নিয়োগ করেন প্রধান মন্ত্রী — যিনি সরকারের প্রধান, মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, যিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসক প্রধান,

(iii) উভয় দেশেই ক্যাবিনেটের সদস্যগণ সাধারণত একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সভ্যদের নিয়ে গঠিত হয়, তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন — এমন ব্যক্তিকেও ক্যাবিনেটের সদস্য নিযোগ করেন নি — তা নয়,

(iv) ব্রিটেনে প্রধান মন্ত্রী প্রধান শাসক হিসাবে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শাসক-প্রধান হিসাবে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি,

(v) উভয় দেশেই শাসন বিভাগের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির দায়িত্বভার ক্যাবিনেট সদস্যগণের উপর অর্পন করা হয়, তবে ব্রিটেনে কখনও কখনও দপ্তরহীন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও দেখা গেছে,

Scanned with CamScanner

বৈসাদৃশ্য (Dissimilarities):

কিন্তু উভয় দেশের ক্যাবিনেটের প্রকৃতি, কাজ ও শাসনব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে,

(i) আমেরিকার ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির একটি "মন্ত্রনাসভা" মাত্র। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মত কোনো অর্থেই "সহকর্মীদের একটি পরিষদ" নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার আইনত ও কার্যত প্রকৃত অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু ব্রিটেনে আইনত শাসনক্ষমতা রাজা বা রানীর, কিন্তু কার্যত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি ক্যাবিনেট, যার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, অন্যদিকে মার্কিন ক্যাবিনেট সদস্যরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নয়; তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য তিনি তাঁদের নিযুক্ত করেন, দেশের নীতি নির্ধারণে ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী যেমন ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতির তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তিনি ক্যাবিনেটের পরামর্শ গ্রহণেও বাধ্য নন, ক্যাবিনেট সদস্যদের পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সকল দায়িত্ব একমাত্র তাঁর নিজের বলে রাষ্ট্রপতি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, প্রখ্যাত আমেরিকান ঐতিহাসিক চার্লাস বিয়ার্ড (Charles Beard) গৃহযুদ্ধের সময় ক্যাবিনেটের মর্যাদা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন — ক্যাবিনেট সভার সকল সদস্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং লিংকন এই বলে বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষনা করেন: "সাতজন বলেছেন 'না', একজন বলেছেন 'হ্যাঁ', জিত্‌ 'হ্যাঁ' পক্ষের", কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কখনও তাঁরা ক্যাবিনেট সহকর্মীদের প্রতি এমন ব্যবহার করতে পারেন না, কারন তাঁরা তাঁর সমমর্যাদা, যদিও ক্যাবিনেট তাঁর প্রধান্য বর্তমান থাকে, সহকর্মীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজ দায়িত্বে কাজ করলে তিনি নিজেরই ক্ষতি করবেন; এর ফলে সরকারের পতন ঘটবে,

Scanned with CamScanner

অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সচ্ছন্দে তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন কিংবা সব সদস্যকে অপসারন করতে পারেন — কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হবে না; সংবিধান নির্দিষ্ট চার বৎসর পর্যন্ত তিনি নিজ পদে আসীন থাকবেন এবং নিজ বিবেচনামত যা ভাল, তাই করতে পারেন। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সর্বাধিনায়ক, কিন্তু ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেটের সর্বাধিনায়ক নন। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা রাষ্ট্রপতির "সাহায্যকারী," অধস্তন কর্মচারী মাত্র। কিন্তু ব্রিটেনের ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রী প্রাধান্য থাকলেও ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তাঁর সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারী নন।

(ii) মার্কিন ক্যাবিনেটের সঙ্গে আইনসভার সম্পর্ক কোন মতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার অনুরূপ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরনের নীতি প্রযুক্ত থাকায় ক্যাবিনেটের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য নন এবং হতে পারেন না। অপরপক্ষে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট আইন প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং পার্লামেন্টের আইনপ্রনয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে, কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেট তা পারে না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যদের মত মার্কিন ক্যাবিনেট সদস্যরা কংগ্রেসের আলোচনা বিতর্কে অংশগ্রহন করতে পারেন না।

(iii) যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপস্থিত ব্রিটেনে মন্ত্রীরা যৌথভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে কমন্স সভার নিকট দায়িত্বশীল, কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী, কংগ্রেসের নিকট নন। ব্রিটেনে কমন্স সভার আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়,

Scanned with CamScanner

কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না, রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে তাঁরা রাষ্ট্রপতির নীতি কার্যকর করেন এবং রাষ্ট্রপতির যতদিন ইচ্ছা, ততদিন সদস্য থাকেন,

(iv) ব্রিটেনে শাসন করে ক্যাবিনেট, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেট শাসন করে না, শাসন করেন রাষ্ট্রপতি, ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের মত মার্কিন ক্যাবিনেট একটি যৌথ নীতি-নির্ধারক শাসন পরিষদ নয়, এটি একটি উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র, ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের একটি যৌথ নীতি ও যৌথ কার্যভার আছে, অন্যদিকে মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন যৌথ নীতি, যৌথ কার্যভার নেই, ক্যাবিনেটের সভায় সদস্যরা যৌথভাবে নীতি নির্ধারন করা অপেক্ষা নিজ নিজ দপ্তর সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে শুধু পরামর্শ দেন, সরকারের যে নীতি কার্যকর হয়, তা রাষ্ট্রপতির নীতি ক্যাবিনেটের নয়, কিন্তু ব্রিটেনে সরকারের যে নীতি কার্যকর হয়, তা ক্যাবিনেটের নীতি,

(v) ব্রিটেনে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ পুরস্কার; মন্ত্রীত্ব লাভ করা পার্লামেন্টের সদস্যদের লক্ষ্য, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সদস্যদের লক্ষ্য ক্যাবিনেটের সদস্যপদ নয়; বস্তুত কংগ্রেসের সদস্যপদ তার প্রস্তুতিও নয়, ব্রিটেনে শাসক দলের নেতারা আছেন ক্যাবিনেটে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক নেতাদের দেখা যায় কংগ্রেসে, ক্যাবিনেটে নয়, মার্কিন ক্যাবিনেট ক্ষমতায় ও মর্যাদায় ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সমতুল্য নয়,

উপরে মার্কিন ক্যাবিনেট ও ব্রিটেন ক্যাবিনেটের যে তুলনামূলক বিশ্লেষন করা হল, তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, উভয়ের মধ্যে কোন মৌলিক সাদৃশ্য নেই, স্যার হ্যারল্ড ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন, ক্ষমতা ও মর্যাদা এবং শাসনব্যবস্থার ভূমিকার দিক থেকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন সাদৃশ্য নেই, ব্রিটিশের ক্যাবিনেট যেখানে দেশ

Scanned with CamScanner

শাসন করে, সেখানে মার্কিন ক্যাবিনেট দেশ শাসন করে না, রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে পরামর্শ দান করে মাত্র এবং তাও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করা না-করা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন, যেহেতু লর্ড ব্রাইস বলেছিলেন, মার্কিন ক্যাবিনেট ততটা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে তুলনীয় নয়, ঠিক যতটা কোন জার বা সুলতান বা কনস্টান-টাইন জাস্টিনিয়ানের মতো রোম্যান সম্রাটের মন্ত্রি পরিষদের সঙ্গে তুলনীয়।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

Scanned with CamScanner